বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ৩১, ২০০২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ পৌষ ১৪০৯/৩০শে ডিসেম্বর ২০০২

এস, আর, ও নং ৩৭১-আইন/২০০২।— Emigration Ordinance, 1982 (Ord. XXIV of 1982) এর section 19 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রবর্তন** ।— এই বিধিমালা রিক্রুটিং এজেন্ট আচরণ ও লাইসেন্স বিধিমালা, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে ।

২। **সংজ্ঞা** ।— বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায় —

(ক) ‘‘অর্ডিন্যান্স’’ অর্থ The Emigration Ordinance, 1982(Ord. XXIV of 1982);

(খ) ‘‘ইমিগ্রান্ট’’ অর্থ ধারা ২(১)(ই) তে সংজ্ঞায়িত emigrant;

(গ) ‘‘চাহিদা’’ অর্থ ধারা ২(১)(বি) তে সংজ্ঞায়িত demand;

(ঘ) ‘‘ডাটা ব্যাংক’’ অর্থ বৈদিশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত তথ্যাবলী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত ব্যাংক;

(ঙ) ‘‘দলগত ভিসা’’ অর্থ ৮(আট) জনের অধিক ব্যক্তির বৈদেশিক চাকুরীর উদ্দেশ্যে অন্য রাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি সম্বলিত নাম উলে- খবিহীন ভিসা বা প্রবেশপত্র অথবা অনুরূপ কোন কাগজপত্র;

(চ) ‘‘ধারা’’ অর্থ অর্ডিন্যান্সের কোন section;

(ছ) ‘‘নিবন্ধক’’ অর্থ বিধি ৩ এর অধীন নিযুক্ত কর্মকর্তা;

(জ) ‘‘নিয়োগ’’ অর্থ ধারা ২(১)(এল) এ সংজ্ঞায়িত recruit;

(ঝ) ‘‘নিয়োগকর্তা’’ অর্থ বৈদেশিক চাকুরীর নিয়োগকর্তা;

(ঞ) ‘‘ফরম’’ অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত ফরম;

(ট) ‘‘লাইসেন্স’’ অর্থ ধারা ২(১)(জি) তে সংজ্ঞায়িত licence;

(ঠ) ‘‘শ্রমিক’’ অর্থ বৈদেশিক চাকুরী সংক্রান্ড় চুক্তিপত্রের অধীন কর্মরত কোন বাংলাদেশী নাগরিক;

(ড) ‘‘সরাসবি নিয়োগ’’ অর্থ কোন ব্যক্তি অথবা কোন একটি দল অথবা অনূর্ধ্ব ৮(আট) ব্যক্তি তাহাদের নিজস্ব প্রচেষ্টা অথবা আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের প্রচেষ্টার মাধ্যমে কোন বৈদেশিক চাকুরীতে নিয়োগ;

(ঢ) ‘‘সার্ভিস চার্জ’’ অর্থ বিধি ১০ এর অধীন নির্ধারিত চার্জ’

(ণ) ‘‘রিক্রুটিং এজেন্ট’’ অর্থ ধারা ২(১)(কে) তে সংজ্ঞা recruiting agent;

(ত) ‘‘ব্যক্তিগত ভিসা’’ অর্থ বৈদেশিক চাকুরীতে সরাসবি নিয়োগের উদ্দেশ্যে অন্য রাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতিসম্বলিত ভিসা বা প্রবেশপত্র বা অনুরূপ কোন কাগজপত্র;

(থ) ‘‘ব্যাংক’’ অর্থ যে কোন তফসিলি ব্যাংক;

(দ) ‘‘ব্যুরো’’ অর্থ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো; এবং

(ধ) ‘‘বৈদেশিক চাকুরী’’ অর্থ ধারা ৃ(১)(আই) তে সংজ্ঞায়িত overseas employment।

৩। **লাইসেন্সের আবেদন** ।— (১) কোন ব্যক্তি নির্ধারিত আবেদন ফি এবং নিম্নবর্ণিত কাগজাদিসহ মহাপরিচালকের নিকট লাইসেন্সের জন্য আবেদন (ফরম-১) করিতে পারিবেন যথা ঃ-

(ক) আবেদনকারী কোম্পানী হইলে, উহার সংঘবিধির সত্যায়িত কপি অথবা আবেদনকারী অংশীদারী প্রতিষ্ঠান হইলে অংশীদারী দলিলের সত্যায়িত কপি অথবা আবেদনকারী একক অংশীদার হইলে বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ ও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও কর্মসূচী উলে- খপূর্বক হলফনামা;

(খ) আবেদনপত্রের সহিত ন্যূনপক্ষে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা ব্যাংকে নগদ জমার সার্টিফিকেট অথবা আয়কর অফিসে জমাকৃত বিগত ২ বৎসরের পরিসম্পদ ও দায় এর হিসাবসহ আয়কর রির্টানের সত্যায়িত কপি;

(গ) গত ৫ বৎসর যাবৎ আবেদনকারী যে এলাকায় অবস্থান করিয়াছেন সে এলাকার থানা হইতে পুলিশ ছাড়পত্র;

(ঘ) আবেদনকারীকে এই মর্মে একটি হলফনামা দাখিল করিতে হইবে যে-

(অ) তিবি কারিগরী ও স্বাস্থ্যগতভাবে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করিবেন;

(আ) তিনি তাহার কর্মচারীদের সকল কার্যকলাপের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবেন;

(ই) প্রার্থী মনোনয়ন সংক্রান্ড় সকল দাবী ও দায়-দায়িত্বের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকিবেন;

(ঙ) সাংগঠনিক ছক, প্রার্থ নিয়োগ ও পদায়নের সহিত সংশি- ষ্ট সকল কর্মকর্তার তালিকা ও তাহাদের সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজ ছবি;

(চ) অফিষ ফ্লোর পরিকল্পনা, লে-আউট পরিকল্পনা ও সাজ-সরঞ্জামাদির তালিকা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধায় বিবরণ; এবং

(ছ) ইমিগ্র্যান্টদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ড় তথ্যাদি।

(২) উপ-বিধি(১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক যদি মনে করেন যে সকল কাগজাদি যথাযথ রহিয়াছে তাহা হইলে পরবর্তী দশ কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত কাগজাদির যথার্থতা ও আবেদনকারীর বিশ্বাসযোগ্যতা বিষয়ে ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিবে।

(৩) উপ-বিধি (৩) এর অধীন যথাযথ অনুসন্ধান ও পরিদর্শন করিয়া আবেদনের যথার্থতা ও আবেদনকারীর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে মতামতসহ সুপারিশ প্রণয়ন করিয়া সরকার বরাবরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিবে।

(৪) নিবন্ধক যে বিষয়গুলি পরিদর্শন করিবে তাহা নিম্নরূপ, যথা ঃ -

(ক) অফিস ফ্লোর পরিকল্পনা ও লে-আউট, সুযোগ-সুবিধা ও সাজ-সরঞ্জাম;

(খ) সাংগঠনিক কাঠামো ও কর্মচারী;

(গ) হিসাবের বই ও অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ড় রেকর্ড;

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের বা শেয়ারের মালিকানা;

(ঙ) প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট; এবং

(চ) অন্যান্য দলিলপত্র।

(৫) সরকার নিবন্ধকের সুপারিশ বিবেচনা করিয়া আবেদনকারীর লাইসেন্সের আবেদন মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিবে।

(৬) আবেদন মঞ্জুর করা হইলে সরকার আবেদনকারীকে নিবন্ধকের অনুকূলে বিধি ৭ এর অধীন নির্ধারিত লাইসেন্স ফি (ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে), জামানত (নগদ) এবং নির্ধারিত টাকার সঞ্চয়পত্র জমাদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর নির্দেশ অনুসারে আবেদনকারী লাইসেন্স ফি, জামানত ও সঞ্চয়পত্র নিবন্ধকের অনুকূলে জমাদানের রসিদ মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করিলে মহাপরিচালক ধারা ১০(২) এর অধীন আবেদনকারীর নামে লাইসেন্স (ফরম-২) ইস্যু করিবে।

৪। **লাইসেন্সের বৈধতা** ।— সরকার ধারা ১৪ এর অধীন লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত বা ধারা ১৫ এর অধীন লাইসেন্স প্রত্যাহার না করিলে প্রতিটি লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ হইতে এব বছরের জন্য বৈধ থাকিবে।

৫। **লাইসেন্স নবায়ন** ।— (১) লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) তিন পূর্বে লাইসেন্স নবায়নের জন্য নবায়ন ফি এবং নিম্নবর্ণিত কাগজাদিসহ মহাপরিচালকের নিকট আবেদন (ফরম-৩) করিতে হইবে, যথা ঃ -

(ক) লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি;

(খ) গত বৎসরের কর্মকান্ডের প্রতিবেদনের (ফরম-৪) ২(দুই) কপি;

(২) লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর যদি নবায়নের জন্য আবেদন করা হয় এবং বিলম্বে আবেদনপত্র দাখিলের কোন সন্তোষজনক কারণ আবেদনকারী দেখাইতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে লাইসেন্স নবায়ন করা যাইবে না।

(৩) লাইসেন্স নবায়নের আবেদনপত্র পাওয়ার পর নিবন্ধক প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া আবেদনকারীর কর্মকান্ডে সন্তুষ্ট হইলে, আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে পরবর্তী এক বৎসরের জন্য সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে লাইসেন্স (ফরম-২) নবায়ন করিবে।

(৪) যদি লাইসেন্স নবায়নের সময় মহাপরিচালক এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, রিক্রুটিং এজেন্ট অসদাচরণের জন্য দায়ী, অথবা তাহার কায়সম্পাদন অসন্তোষজনক, অথবা তাহাকে বিদেশে শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত কোন সুষ্কর্ম বা অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, অথবা শ্রমিক নিয়োগর ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের প্রমাণিত রেকর্ড রহিয়াছে, অথবা অধ্যাদের অধীনে যাহার লাইসেন্স বাতিল করা হইয়াছে, অথবা যাহার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে শ্রমিক প্রেরণের পূর্ববর্তী রেকর্ড রহিয়াছে অথবা যিনি এই অধ্যাদেশ বা বিধিসমূহের বিধানাবলী লংঘন করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে মহাপরিচালক কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া লাইসেন্স নবায়নের দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করিতে পরিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্স নবায়নের দরখাস্ড় নামঞ্জুরের আদেশ প্রদানের পূর্বে রিক্রুটিং এজেন্টকে ব্যক্তিগত শুনানী প্রদানের সুযোগ দিতে হইবে।

৬। বাতিলকৃত লাইসেন্স পুনর্বহাল ।- ধারা ১৪ এর অধীনে কোন লাইসেন্স বাতিল এবং জামানত বাজেয়াপ্ত করা হইলে, যে কারণে লাইসেন্স বাতিল ও জামানত বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে তাহা ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশোধন/পূরণপূর্বক বাতিল আদেশ প্রত্যাহার করার আবেদন করিলে সরকার পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক লাইসেন্স বাতিল ও জামানত বাজেয়াপ্তের বিষয় পুনর্বিবেচনাপূর্বক প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

৭। রিক্রুটিং এজন্ট আচরণ ।— (১) প্রত্যেক রিক্রটিং এজেন্ট –

(ক) একটি নিয়মিত অফিস চালু রাখিবে এবং অফিসের একটি সাইনবোর্ড থাকিবে;

(খ) পরিচিতি ও পরামর্শ প্রদানকল্পে একটি প্রদর্শন ও তথ্য পরামর্শ কেন্দ্র চালু রাখিবে;

(গ) কেবল কারিগরী ও শারীরিকভাবে যোগ্য ইমিগ্র্যান্ট নির্বাচন করিবে;

(ঘ) ডাটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর ডাটা ব্যাংক হইতে বাধ্যতামূলকভাবে প্রার্থী বাছাই করিবে;

(ঙ) ডাটা ব্যাংকে উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া না গেলে, জেলা জনশক্তি অফিসে নিবন্ধনকৃত চাকুরী অন্বেষণকারীগণ হইতে ইমেগ্র্যান্ট নির্বাচন করিবে;

(চ) যথাসম্ভব উৎকৃষ্টভাবে নিয়োগ এবং ডাক্তারী পরীক্ষা পরিচালনার ব্যবস্থা করিবে; এবং

(ছ) চুক্তির শর্তাবলী আক্ষরিক ও নীতিগতভাবে মানিয়া চলিবে।

(২) চাহিদা সংগ্রহের সময় রিক্রটিং এজেন্টগণ কর্তৃক নিম্নলিখিত বিধিসমূহ কঠোকভাবে মানিয়া চলিতে হইবে, যথা ঃ -

(ক) ইমিগ্র্যান্টদের জন্য অধিকতর চাকুরীর সুযোগ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে নূতন করিয়া চাকুরীর চুক্তি সূচনা করিয়াছে অথবা বৈদেশিক নাগরিকগণকে চাকুরীর সুযোগ প্রদান করিয়াছে এবং নূতন কোম্পানীগুলির সহিত যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিবে;

(খ) একজন রিক্রটিং এজেন্ট অন্য রিক্রুটিং এজেন্টের সঙ্গে প্রতিযোগিতা এড়াইয়া চলিবে;

(গ) যেইক্ষেত্রে কোন নিয়োগকর্তা বাংলাদেশস্থ একজন রিক্র"টিং এজেন্টের কার্যসম্পাদনে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহার স্থলে অন্য রিক্রুটিং এজেন্টকে নিয়োজিত করিতে চাহেন, সেইক্ষেত্রে ইমিগ্র্যান্টদের সার্ভিস চার্জ, যাতায়াত খরচ, বেতন ও প্রান্ড়িক সুবিধাদির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী রিক্রুটিং এজেন্টকে প্রদত্ত শর্তাদির নিম্ন পর্যায়ের শর্তাদি কোন রিক্রুটিং এজেন্ট গ্রহণ করিবে না;

(ঘ) কোন রিক্রুটিং এজেন্ট ইমিগ্র্যান্টদের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেতন ও চাকুরীর শর্তাবলীর নিম্নতর শর্তাবলী গ্রহণ করিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে ব্যাপকসংখ্যক শূন্য পদের ক্ষেত্রে, নিয়োগকর্তা চূড়ান্ড় প্রতিশ্র“তি প্রদানের পূর্বে রিক্রুটিং এজেন্ট যদি নিবন্ধকের নিকট আবেদন করে তাহা হইলে নিবন্ধক এই বিধির বিধান হইতে উক্ত এজেন্টকে অব্যাহতি দিতে পারিবে;

(ঙ) কোন ইমিগ্র্যান্ট বিদেশে তাহার সমগ্র চাকুরীকালীন চুক্তিতে উলি- খিত বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি নিম্নতর পর্যায়ে না পায় সেই ব্যাপারে সকল রিক্রুটিং এজেন্টের নিশ্চিত হইতে হইবে;

(চ) রিক্রুটিং এজেন্ট এবং নিয়োগকর্তার মধ্যে এইরূপ কোন মৌখিক বা লিখিত সমঝোতা হইবে না যাহাতে বেতন এবং অন্যান্য শর্তাবলীর ক্ষেত্রে ইমেগ্র্যান্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়;

(ছ) সকল ক্ষেত্রে একজন ইমিগ্র্যান্টকে অবশ্যই চুক্তির কপি প্রদান করিতে হইবে এবং নিবন্ধকের উপস্থিতিতে উহার বিষয়বস্তু ইমিগ্র্যান্টদের নিকট সবিস্ড়ারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে;

(জ) কোন রিক্রুটিং এজেন্ট এমন কোন নিয়োগকর্তার নিকট হইতে চাহিদা গ্রহণ করিবে না, যিনি অন্য কোন রিক্রুটিং এজেন্টকে তাহার প্রাপ্য কমিশন হইতে বঞ্চিত করিয়াছে;

(ঝ) ইমিগ্র্যান্টদের নিকট হইতে কোন রিক্রুটিং এজেন্ট সার্ভিজ চার্জ ব্যতীত অন্য কোন ফি গ্রহণ করিতে পারিবে না;

(ঞ) কোন রিক্রুটিং এজেন্ট বেআইনী কার্যকলাপ, যেমন– ভুয়া ভিসা, দলগত ভিসা ভাঙ্গানো, ভ্রমণ, অধ্যয়ন অথবা উমরাহ ভিসাকে বৈদেশিক চাকুরীর জন্য ব্যবহার সংক্রান্ড় কাজে জড়িত হইবে না বা অন্য কোন ব্যক্তিকে এই ব্যাপারে সাহায্য অথবা সহায়তা করিবে না;

(ট) কোন রিক্রুটিং এজেন্ট জ্ঞাতসাবে ও ইচ্ছাকৃতভাবে কোন নিয়োগকর্তাকে নিম্নমানের জনশক্তি সরবরাহ করিবে না;

(ঠ) ব্যবসা সংক্রান্ড় বিষয়ে বিদেশীদের সঙ্গে কাজ করিবার সময় জাতীয় আদর্শ সমুন্নত রাখা এবং জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করা;

(ড) বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এইরূপ কোন কাজ করা অথবা কথা বলা হইতে বিরত থাকিবে;

(ঢ) চাকুরীর নির্ধারিত শর্তাবলীর নীচে কোন শর্তাবলী গ্রহণ করিবে না;

(ণ) চাহিদা সংগ্রহের ক্ষেত্রে কখনও এমন কোন পন্থা অবলম্বন করিবে না যাহাতে দেশ বা শ্রমিকগণের স্বার্থের ক্ষতি হয়; এবং

(ত) চাহিদা সংগ্রহের ক্ষেত্রে ডাটা ব্যাংক হইতে কর্মী সংগ্রহ করিবে।

(৩) ইমেগ্র্যান্ট নির্বাচনের সময় রিক্রুটিং এজেন্টগণ নিম্নলিখিত নির্দেশসমূহ কঠোরভাবে পালন করিবে, যথা ঃ-

(ক) বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে শ্রমিকগণকে সঠিক তথ্য প্রদান করা;

(খ) চাকুরীর প্রাপ্য সকল সুবিধাদি জ্ঞাত করা;

(গ) শ্রমিকগণের নিকট হইতে কেবল সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ দাবী করা এবং কোন ক্রমেই অতিরিক্ত দাবী না করা;

(ঘ) বিদেশে চাকুরীরত থাকাকালীন সময়ে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকগণকে সম্ভাব্য সকল প্রদার সহায়তা প্রদান করা;

(ঙ) শ্রমিকগণের প্রাপ্য যে কোন দাবী অবিলম্বে সুরাহ করা; এবং

(চ) চূড়ান্ড়ভাবে নির্বাচিত প্রার্থগণকে ব্রিফিং কেন্দ্রে উপস্থিত নিশ্চিত করা।

(৪) লাইসেন্স প্রাপ্তির পাঁচ বৎসরের মধ্যে কোন রিক্রুটিং এজেন্ট ন্যূনতম তিনশত জন ইমিগ্র্যান্টকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে উক্ত রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্স পাঁচ বৎসর শেস হওয়ার সাথে সাথে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং জামানতের অর্ধেক টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া ইমিগ্র্যান্ট কল্যাণ তহবিলে জমা হইবে।

৮। **লাইসেন্স ফি, জামানত, ইত্যাদি** ।—সরকার সময় সময় সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা লাইসেন্স আবেদন ফি, লাইসেন্স ফি, জামানত, সঞ্চয়পত্রের টাকার পরিমাণ ও নবায়ন ফি নির্ধারণ করিবে।

৯। **বিধি লঙ্ঘনের শাস্ড়ি** ।— যদি কেহ এই বিধির কোন বিধান লংঘন করেন তবে তিনি ধারা ২০(২) এ উলি- খত অপরাধে হইবেন।

(১০) **লাইসেন্সধারী এজেন্টের সংঘ গঠন** ।— (১) সরকারের অনুমোদনক্রমে রিক্রুটিং এজেন্টগণ সংঘ গঠন করিতে পারিবে।

(২) প্রত্যেক রিক্রুটিং এজেন্ট সংঘের সদস্য হইবে।

(৩) সংঘের সদস্যগণ আচরণবিধি এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে সংঘ কর্তৃক যে কার্যবিধি প্রণীত হইবে, তাহা মানিয়া চলিবে।

(১১) **সার্ভিস চার্জ** ।— (১) সরকার সময় সময় সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক ইমিগ্র্যান্ট হইতে আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করিবে।

(২) সার্ভিস চার্জে যাতায়াত খরচ অন্ড়র্ভুক্ত হইবে না, তবে দক্ষতা পরীক্ষার পরিব্যয় সার্ভিস চার্জে অন্ড়র্ভুক্ত হইবে।

(৩) অন্যান্য ফি, যেমন স্বাস্থ্যগত পরীক্ষা, পাসপোর্ট, ভিসা এবং আরোহণ ফি সরকার কর্তৃক সময় সময় সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং উহা সার্ভিস চার্জে অন্ড়র্ভুক্ত হইবে না।

(৪) ইমিগ্র্যান্ট নির্বাচনের পূর্বে কোন রিক্রুটিং এজেন্ট ইমিগ্র্যান্টের নিকট হইতে কোর ফি দাবী করিবে না এবং যথাযথ রসিদ ব্যতিরেকে কোন ফি আদায় করিবে না।

১২। **রহিতকরণ ও হেফাজত** ।— (১) এই বিধিমালা কার্যকর হওয়ার পর এতদ্‌সংক্রান্ড় পূর্ববর্তী সকল প্রজ্ঞাপন, আদেশ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাতিলকৃত প্রজ্ঞাপন বা আদেশের অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ দলিলউদ্দিন মন্ডল

ভারপ্রাপ্ত সচিব।